কোস্ট ট্রাস্ট
ইসিএম বার্তা

২য় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | মে ২০১৭

বিদ্যালয়ে কর্মপরিকল্পনা

দুর্বল ও ঝরে পড়া ঝুঁকিতে আছে এমন শিক্ষার্থীদের বাছাই করার পর ভোলা, লালমোহন এবং চরফ্যাশন উপজেলার ৩৮টি বিদ্যালয়ে শিশু বিবাহ রোধে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয় এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য কৌশল নির্ধারণ করে।

বিদ্যালয়ে কর্মপরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের কর্মপরিকল্পনায় যে বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীতে যেসব শিক্ষার্থীরা বেশী অনুপস্থিত থাকে তথা ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে আছে তাদের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা। জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের তত্তাবধানে ১২ সদস্য বিশিষ্ট পিয়ার সার্পোট গ্রুপ তৈরি করা। পিতা মাতা ও এসএমসি'র সদস্যদের সাথে শিশু বিবাহের কুফল সর্ম্পকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা করা। সভাগুলোতে বিদ্যালয়ে শিশু বিবাহের হার তুলে ধরা ও ঝরে পড়ার চিত্র তুলে ধরা। পিয়ার সার্পোট গ্রুপটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা যেমন, রচনা, চিত্রাঙ্কন, উপস্থিত বক্তৃতাসহ নানারকম অংশগ্রহণমূলক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয়ের ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে আছে এমন শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের লেখনী, অংকন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা, তারা তাদেরকে কোন স্থানে দেখতে চায় এরকম বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা এবং তারা তাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে শিশু বিবাহমুক্ত ঘোষণা করা। এছাড়া এ সম্পর্কিত একটি ব্যানার অবমুক্ত করা। কোস্ট ট্রাস্টের কর্মীগণ বিদ্যালয়ের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন।

অনলাইন জন্মনিবন্ধন বিষয়ক কর্মশালা

৪৫দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লালমোহন অফিসার্স ক্লাবে একটি সমন্বয় সভা করেন যাতে করে শিশু বিবাহ রোধ করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শামছুল আরিফ। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ এর শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা মমিনুননেছা এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আবদুল্লাহ বিন আক্তার, লালমোহন উপজেলার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, তথ্য উদ্যোক্তা এচং স্বাস্থ্য সহকারীগণ । সভায় মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা মাধ্যেমে লালমোহন উপজেলার জন্ম নিবন্ধন এর হার ০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে এবং জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যমান সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে জন্মের ৪৫দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য সকলের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সকলের সমন্বয়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলের সহযোগিতায় শিশু বিবাহ প্রতিরোধে জন্ম নিবন্ধনের উপর সর্বোচ্চ নজর দেয়ার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

অনলাইন জন্মনিবন্ধন বিষয়ক কর্মশালা

কমিউনিটি বেইজড শিশু সুরক্ষা কমিটির সাথে সমন্বয় সভা

কোস্ট ট্রাস্ট ইসিএম প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটি বেইজড শিশু সুরক্ষা কমিটির সাথে সমন্বয় সভার আয়োজন করে। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুল শিক্ষক, ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং প্রকল্পের কর্মীগণ।

শিশু সুরক্ষা কমিটির সাথে সমন্বয় সভা

কর্মশালায় সেশনগুলো পরিচালনা করে কিশোরীরা। বিশেষ করে ভোলার প্রেক্ষাপটে শিশু শ্রম, শারীরিক ও মানসিক শাস্তি সর্ম্পকে কর্মশালায় বিশদ আলোচনা করা হয় এবং এ সম্পর্কিত আইন সর্ম্পকে সচেতন করা হয় । উক্ত সভায় সিবিসিপিসি সদস্যরা শিশু সুরক্ষার বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শগুলো নিজেদের মধ্যে বিনিময় করেন । শিশুদেরকে যাতে করে কোন বিপদজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি না হতে হয় এবং তারা যেন সামাজিক অনাচার যেমন যৌন হয়রানীর শিকার না হয় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয় । আলোচনা শেষে কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীগন দলীয় কাজ সম্পন্ন করেন।

ভোলায় শিশু বিবাহ প্রতিরোধে সম্বনয় সভা অনুষ্ঠিত

শিশু বিবাহ বন্ধের কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ভোলায় চেয়ারম্যান, মেম্বার কাজী, ঈমাম,সচিব, তথ্য উদ্যোগতা ও সাংবাদিকদের সাথে সম্বনয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৮ মে বৃহস্পতিবার সকালে ভোলা সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিসেফ এর সহায়তায় কোষ্ট ট্রাস্ট এর (ইসিএম প্রকল্প) এর আয়োজনে সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভোলা সদর উপজেলার নিবাহী অফিসার মৃধা মো: মোজাহিদুল ইসলাম।

শিশু বিবাহ প্রতিরোধে সমন্বয়

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ এর প্রোগ্রাম অফিসার মুমিনুন্নিছা শিখা। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ভেদুরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাজল ইসলাম মাষ্টার, কোষ্ট ট্রাস্ট এর (ইসিএম প্রকল্প) সমন্বয়কারী মিজানুর রহমান, সহ. প্রকল্প সমন্বয়কারী দেবাশীষ মজুমদার প্রমুখ।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন- ভোলা পৌর সভার স্যানেটারী ইন্সেপ্যাক্টের মো:ফারুক, চ্যানেল -২৪ ভোলা জেলা প্রতিনিধি আদিল হোসেন তপু,কাচিয়া ইউনিয়রে ইউপি সদস্য মো: আব্দুল মালেক, শিবপুর ইউনিয়নের সচিব রিয়াজ উদ্দিন, বাপ্তা ইউনিয়নের সচিব শ্যামল চন্দ্র দে, পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের সচিব নোমান,ধনিয়া ইউনিয়নের তথ্য উদ্যোগতা মো: ইব্রাহিম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন- শিশু বিবাহ মেয়ে শিশুদের বেড়ে উঠার জন্য প্রধান বাধা। তাই শিশু বিবাহর হাত থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। তাহলে শিশু বিবাহর রোধ করা সম্ভব হবে।এসময় বক্তারা আরো বলেন,কোন মতেই যেন শিশু বিবাহর জন্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভুয়া জন্মনিবন্ধন না করাতে পারে তার জন্য ইউনিয়নের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে তথ্য উদ্যোগতা সবাইকে সচেতন থাককে হবে। পাশাপাশি শিশু বিবাহর কুফল ও ৪৫ দিনের মধ্যে শিশুদের জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করতে প্রত্যোক ইউনিয়নে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মাইকিং ও লিফলেট লাগাতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন- বর্তমানে কিছু কাজী ভুয়া রেজিস্টার তৈরি করে শিশু বিবাহ দিতে সহায়তা করে থাকে। তাই এই ধরনের কাজ না করার জন্য কাজীদের অনুরোধ করা হয় ।পাশাপাশি ঈমামদের প্রত্যেক শুক্রবার খোতবায় শিশু বিবাহর কুফল সর্ম্পকে আলোচনা করা জন্য বলা হয়।

এসময় বক্তারা আরো বলেন, আজকের শিশু আগামী দিনের দেশ ও জাতির গড়ার কারিগর। কিন্তু সেই কন্যা শিশুটির যদি ১৮ বছর এর আগে বিয়ে হলে শিশুরা সন্তান ধারণ, জন্মদান ও লালন-পালনের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে তৈরি থাকে না। কিশোরী বয়সে বিয়ে হলে নানা রকম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে। কিশোরী মা অসুস্থ শিশুর জন্ম দেয়, এতে শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। এমনকি মায়েরও মৃত্যু হতে পারে বলে তারা জানান।

শিশু বিবাহ প্রতিরোধ হলো কোস্টের মাধ্যমে

কোস্ট ট্রাস্ট এবং উপজেলা প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবশেষে চরফ্যাশন উপজেলার নীলকমল ইউনিয়নের শিশু বিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। রোকেয়া বেগম তার পাঁচ কন্যাকে নিয়ে বসবাস করেন এই ইউনিযনের একটি গ্রামে। তাহার দুটি ছেলে সন্তানও রয়েছে। সবমিলিয়ে তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা নয় জন। সংসারে রোজগারের প্রধান ব্যক্তি আবু তাহের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার চার কন্যার বিয়ে হলেও ছোট মেয়ে সীমা এক বছর হলো অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় বিদ্যালয় ছেড়েছে । দরিদ্রতা-অর্থনৈতিক অবস্থার কারনে তার বাবা তাকে আর লেখাপড়া করাতে ইচ্ছুক নন। তার ওপর সীমার মায়ের কথা হলো শারীরিকভাবে সীমা যথেষ্ট বড় হয়েছে সুতরাং তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়াই উত্তম ।

সীমার বাবা-মা হঠাৎ করে তার বিয়ের দিন তারিখ নির্ধারণ এবং বিবাহের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। ওয়ার্ড প্রমোটর আঃ রহিম শিশু বিবাহ আয়োজনের খবর পেল এবং সে এ ব্যাপারে **খোঁজ** খবর নিতে শুরু করলো। বিয়ের আয়োজনের কিছুক্ষণ পূর্বেই সেখানে হাজির হয় ওয়ার্ড প্রমোর্টার আঃ রহিম এবং সীমার বয়স সর্ম্পকে জানতে চাইলে তার পরিবার থেকে জানানো হয় সীমার বিয়ের জন্য তার উপযুক্ত হয়েছে। রহিম তার জন্ম নিবন্ধন কার্ডটি দেখতে চাইলে এবং বয়স যাচাই করতে চাইলে তারা জন্ম নিবন্ধন কার্ডটি দেখাতে পারেনি।

সীমা এবং তার মা রোকেয়া

এরপর আঃ রহিম কথা বলেন বিবাহ নিবন্ধক হাফেজ মোঃ ইলিয়াসের সাথে। ইলিয়াস বলেন, আমি সীমার জন্ম নিবন্ধন কার্ড দেখেছি সে বিয়ের জন্য উপযুক্ত নয় কিন্তু আমি তাদের দুই পরিবারের বিসেষ অনুরোধে এখানে এসেছি । ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সবুজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আপনি যদি এ বিবাহ সম্পন্ন করেন তাহলে আমরা আপনার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। বিবাহ নিবন্ধক ইলিয়াস তখন বিয়ের কাজ সম্পন্ন করতে অস্বীকৃতি জানান। সীমার দুলাভাই এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ম্যানেজ করে এ বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য কাজীকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।

ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সবুজ ঘটনা সর্ম্পকে চরফ্যাশন ইসিএম টিমকে অবহিত করেন । কোন পরামর্শেই কান না দিয়ে তারা বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য অন্য কাজীর ব্যবস্থা করতে থাকেন তাদের নির্ধারিত তারিখে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেলে ইসিএম টিম চরফ্যাশন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহযোগিতা চান। বিস্তারিত জানার পর তা অনুসন্ধানে পাঠান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শিশু বিবাহ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শিশু বিবাহের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনেন। অবশেষে তারা স্বীকার করে নেন যে, তারা ভুল করতে যাচ্ছিলেন। তারা সীমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন কিন্তু ইসিএম কমীদের সহয়োগিতায় এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সে শিশু বিবাহের হাত থেকে রক্ষা পায় ।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ
কোস্ট ট্রাস্ট সিফরডি প্রকল্প
প্রকল্প অফিস, সার্কিট হাউজ রোড, চরনোয়াবাদ।
ভোলা সদর,ভোলা ।
যোগাযোগঃ০১৭১৩৩২৮৮০৪,০১৭১৩১৪৪১৭৯
Email: mizanurcoast@gmail.com
Website: www.coastbd.net